ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩১ | অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং | জুলাই-২০১৭/২৫৬১—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

...বিষয় গো-হত্যা

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ কত ভিন্নতা এই দেশে। উনত্রিশটি রাজ্য ও সাতটি ইউনিয়ন টেরিটরি নিয়ে গড়ে ওঠা এই দেশে মানুষের ভিন্নতা এই কারণে। তারা ভিন্ন তাদের ভাষায়, তাদের খাদ্যাভ্যাসে, তাদের পোষাকে, তাদের ধর্মাচরণে, তাদের সামাজিকতায়। এই বিষয়গুলি ব্যক্তি মানুষকে কতখানি প্রভাবিত করে? তাকি শুধু তাদের দৈনন্দিন জীবন চর্চার গতিপথ নির্মাণ করে? বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে বিষয়গুলি যে খুবই গৌণ এবং মূল্যহীন সে কথা আজ স্পষ্ট। আজকের মানুষের চিন্তার বিষয় বিশ্ব-উষ্ণায়ন, বিশ্ব অর্থনীতি, সবার জন্য বাসস্থান ও সুস্থ পরিবেশ, সবার জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেও আমরা দেখছি আজকের নেতা ও নীতি নির্ধারকরা মানসিক ভাবে কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাদের চিন্তার পরিধি থেকে সমগ্র মনুষ্য সম্প্রদায়ের ভাবনার পরিবর্তে নিজের গোষ্ঠীর কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। ঐ যে ভারতের ভিন্নতা সেই বিষয়টিই সব ভাবনার আগে স্থান পাচ্ছে। তাই কাশ্মীরে গন্ডগোল, তাই গোর্খাদের আন্দোলন, তাই রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক বিরোধিতা...। আমি ভাবটা সরিয়ে রেখে 'আমরা' বা 'আমাদের' ভাবনা কিছুতেই মাথায় আনা যাচ্ছে না। ভারতবর্ষ একটি দেশ, আমরা এই দেশের নাগরিক—এই দেশের ভাবনাই আমাদের ভাবনায় সবার আগে স্থান পাবে এমনটাইতো হওয়ার কথা।

দেশের অধিকাংশ মানুষ মধ্য মানসিকতার। তারা একটা সাদামাটা নির্ঝাঞ্ঝাট জীবন পছন্দ করে। তারা আশা করে দেশের নেতৃত্ব সঠিক প্রজ্ঞার অধিকারী হবে। তারা দেশকে সঠিক দিশায় এগিয়ে নেবে। এমন ভাবনায় ভাবিত হয়ে তারা দৈনন্দিন জীবন চর্চায় রত হয়। নিজের গন্ডির মধ্যে তারা আপন আপন মান্যতা নিয়ে বাস করলেও জাতীয় ক্ষেত্রে কখনোই তা মাথা চাড়া দিতনা। এক টিকি ধারী ব্রাহ্মনের সঙ্গে পাগড়ী পরা পাঞ্জাবী অথবা দাড়িওয়ালা মুসলিম অথবা নেড়ামাথা বৌদ্ধ কারুর মধ্যে কোন মতভেদ কোন কালেই ছিলনা। কিন্তু অতি সম্প্রতি মানুষের মন থেকে ধর্ম ভাব দূর করার এক প্রচেষ্টা কার্যকর হয়েছে। ধর্মকে আফিং-এর সাথে তুলনা করে তাকে বর্জনের এক মতবাদ অতি সর্ন্তপনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্ম বিমুখ এক শ্রেণীর মানুষ যথেচ্ছচারী হয়ে উঠেছে। আসলে ধর্মবোধ মানুষের মনে করণীয় অকরণীয়র মধ্যে একটা সীমা রেখা টেনে দিত। কোন ব্যক্তি সে যে ধর্মাবলম্বীই হোক আসলে সে মনুষ্যত্ব বোধের এক গন্ডির মধ্যে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হল আর্ন্তজাতিক ভেষক উৎসব

কলম্বো ১২ মে, কলম্বোয় অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক ভেষক উৎসবে প্রদর্শিত হয় ৪০ ফুট দীর্ঘ ভগবান বুদ্ধের শায়িত মূর্তি। এটি নির্মাণ করেন উড়িষ্যার প্রখ্যাত বালুকাশিল্পী সুদর্শন পট্টপায়ক। এই মূর্তিটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম শায়িত বুদ্ধমূর্তি। শিল্পী সুদর্শনকে শ্রীলংকার ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে ১৪-তম আন্তর্জাতিক "ভেষক দিবসের" অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কলম্বো প্রশাসন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক পার্লামেন্ট ভবনের সামনে 'দিবানা ভেষক জোনে' বালি দিয়ে ভগবান বুদ্ধের শায়িত মূর্তি নির্মান করেন। তাঁর এই শিল্প কাজের জন্য তিনি ১০-ম মস্কো স্যান্ড আর্ট চ্যাম্পিয়ান ২০১৭ জুরি প্রাইজ স্বর্ণপদকে সম্মানিত হন। গত ১০ই মে থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত "দিবানা ভেষক জোনটিতে" এই বালির তৈরি শায়িত বুদ্ধ মূর্তিটি জনসাধারণকে দেখানোর জন্য খোলা রাখা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, "বৌদ্ধ ধর্ম শান্তির বার্তা ছড়ায়। বিশ্ব জুড়ে বেড়ে চলা হিংসাত্মক ঘটনাবলীকে শান্তির মাধ্যমেই জয় করা সম্ভব।" সেই সময়ে শ্রোতার আসনে ছিলেন শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মৈথিরীপলা সৈরিসেনা, প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রম সিংহ ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকগণ। তিনি আরও বলেন— "শান্তি বজায় রাখার মানে শুধুমাত্র দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন নয়, উপযুক্ত মানসিকতাও তৈরি করতে হবে। গৌতম বুদ্ধের বাণী সেইটাই শেখায় আমাদের। আমরা গর্বিত যে, এই অঞ্চলেও বৌদ্ধধর্মের বাণী ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি আরও বলেন— ভারতে আপনাদের সেই বন্ধুকে খুঁজে পাবেন— যারা আপনাদের দেশ তৈরি করতে সর্বদা হাসিমুখে সাহায্য করবে। আপনারাই বৌদ্ধধর্মকে জিইয়ে রেখেছেন। আপনাদের মাধ্যমেই আমরা আমাদের শিকড়'কে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। সবার শেষে ফেরার সময় শ্রী মোদী শ্রীলংকাবাসীদের আতিথেয়তার জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিদেশ মন্ত্রক থেকে জানানো হয় যে, ভেষক উৎসবে জ্বালানোর জন্য ১৬ হাজার হাতে তৈরি মোমবাতী উপহার দেওয়া হয়। এইগুলি তৈরি করা হয়েছে অসমের ডিগবয়তে।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

অবস্থান করত। তার ব্যক্তিগত ধর্মবোধ তাকে সে ভাবেই চালিত করত।

বর্তমানে আমরা দেখছি গোষ্ঠীনেতৃত্ব ক্ষমতায় আসীন হয়ে নিজের বিশ্বাস বা ভাবনাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্টা হচ্ছে। সেই ভাবনা যে কতখানি গ্রহণযোগ্য, কতখানি মঙ্গলদায়ক তা অনুধাবন করার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক সে বিষয়ে তারা ভ্রুক্ষেপ হীন। সাম্প্রতিক শাসক গোষ্ঠী গবাদি পশু বিক্রয়ের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। এ নিয়ে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। পক্ষে বিপক্ষে নানান মতামত সংবাদ মাধ্যম বা দূরদর্শনে প্রচার করা হচ্ছে। দেশের কয়েকটি গোষ্ঠীর নিজস্ব মান্যতার উপর হস্তক্ষেপ ঘটে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষের গনতন্ত্র এমন একটা কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে যেখানে কোন দল শাসনে অধিষ্ঠিত হলে সে তার দলীয় সত্ত্বা ভুলে গিয়ে শাসক সত্ত্বা গ্রহণ করে এবং দলমত নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হয়। মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা অথবা প্রক্রিয়ার উপর তার শাসনের স্থায়িত্ব কাল নির্ভর করো। ইতিহাস এমন কথাই বলছে। আজ কেন যেন এমনটাই মনে হচ্ছে শাসক দল তার দলীয় চিন্তা ভাবনা জাতির উপর চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। ভারতবর্ষ যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সে কথা ভুলে গিয়ে বৃহত্তর হিন্দু মানসিকতাকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। তবে কি ধর্মনিরপেক্ষ এই অভিধা বিলুপ্ত হতে চলেছে? এর পরিণাম সময় বলবে। সময়ের কষ্টি পাথরে সকলের মূল্যায়ন হয়। তা না হলে বৌদ্ধ যুগের সেই রমরমা বিলুপ্তির এমন অতলে তলিয়ে গেল যে দেশবাসীর কাছে তা দীর্ঘ সময় ধরে বিস্মৃত হয়ে রইল। সেই সর্বোত্তম মানুষটির বোধিলাভের স্থান, যেটি সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের কাছে পবিত্রতম, জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে হিন্দু সেবাইতদের দখলে চলে গেল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে একটি সম্প্রদায় যা কিনা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির শীর্ষে, হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল।

এখন আলোচনা গবাদি পশুর বিক্রয় ইত্যাদির উপর সরকারী বিধি আরোপ নিয়ে। আসলে ভারতবর্ষের হিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে গরু মাতা রূপে পুজিতা হন। কারণ গরু এক ভীষণ উপকারী প্রাণী। গরুর দুধ মানুষের জীবনদায়ী সুসম খাদ্য। গরু কৃষি কাজে সাহায্য করে। গরুর গোবর দিয়ে সার তৈরি হয়, তৈরি হয় ঘুঁটে। চামড়া দিয়ে তৈরি হয় জুতো। মোট কথা দৈনন্দিন জীবনে গরুর কাছ থেকে মানুষ প্রভূত উপকার পেয়ে থাকে। এমন একটা উপকারী প্রাণীকে হত্যা করে তার মাংস ভক্ষন মানবিকতায় আটকায় বৈকি। তাই রক্ষনশীল হিন্দুদের কাছে গো-হত্যা পাপ বলে মানা হয়। আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী বিষয়টিকে যে একইভাবে দেখবে এমন নয়। শাস্ত্র ও প্রাচীন পুঁথি থেকে গো মাংস ভক্ষনের বহু উল্লেখ আমরা পাই।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বিষয়টিকে এমন কঠিন ভাবে বিচার করেনি। প্রানী জগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের অস্তিত্বকে মান্যতা দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মে অকারণ প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। বলি দেওয়ার প্রথা সম্পূর্ণ বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। পশুদের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যার প্রকৃষ্ট প্রকাশ আমরা দেখি সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। যখন পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। যখন খাদ্য হিসেবে কোন পশু কত পরিমানে ব্যবহার করা যাবে তার উপর বিধি-নিষেধ জারি ছিল। ভগবান বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষুদের খাদ্যের বাছ বিচার করতে নিষেধ করেছিলেন। তাতে আসক্তি জন্মায়। ভিক্ষা পাত্রটি এমন ভাবে নির্মিত করেছিলেন যাতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন সব মিশে যায়। কোন বিশেষ খাদ্যের স্বাদ আলাদা ভাবে না পাওয়া যায়। খাদ্য জীবন ধারনের জন্য। রসনা তৃপ্তির জন্য নয়। সেখানে কোন উপাসক গৃহে ব্যঞ্জন করা যে অন্ন দান করবেন তাই গ্রহন করা উচিত। মহাপরিনির্বাণ সুত্ত থেকে আমরা জানতে পারি বুদ্ধ নিজেও চন্দ কর্তৃক প্রস্তুত করা শূকর মাংস গ্রহণ করে অসুস্থ হয়ে পরেন। আসলে মাংস ভক্ষনে কোন অপরাধ তিনি দেখেননি। তিনি অহেতুক প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। বস্তু জগতের স্বাভাবিক নিয়মকে লঙ্ঘনের ভাবনা তার কখনোই ছিল না।। বরং সঠিক দৃষ্টিতে বিষয়টিকে দেখে তা গ্রহণ করার কথা তিনি বলেছেন। বুদ্ধের ভাবনার এই যৌক্তিক দিকগুলি, তার বিজ্ঞান মনস্কতা তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। বর্তমান সময়ে তেমন সঙ্কট উপতিত হলে আমরা বুদ্ধের ভাবনাকে অনুসরণ করে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারি।

আমরা বৌদ্ধরা গবাদি পশু ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত এই সরকারী সিদ্ধান্তের কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছিনা। গরু শুধু ভারতবর্ষের মানুষের কাছে নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে সমান ভাবে আদৃতা বরং গাড়ি টানা, কৃষিকর্ম জাতীয় পরিশ্রমের কাজ ওই সব দেশে গরুকে দিয়ে কম করানো হয়। তাদের সেবা শুশ্রষাও উন্নত দেশ গুলিতে অনেক ভালো। কাজেই এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে আমাদের দেশে যেহেতু আমরা গরুকে মাতার সঙ্গে তুলনা করি সুতরাং আমরা তার প্রতি অনেক বেশী যত্নশীল। এমন ভাবাটা ঠিক নয়। আমরাতো বরং গরুর কপালে সিঁদুর পরিয়ে গলায় ফুলের মালা দিয়ে পিঠে নক্সী কাঁথা জড়িয়ে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করতে বের হই। এটা কোন ধরনের রসিকতা। এর বলে বলীয়ান হয়েই গবাদি পশু সংক্রান্ত এই আইন প্রণয়নের চেষ্টা।

ভাবানাটাকে কিছুটা পরিবর্তন করে আমরা যদি আইন প্রনয়ন করার বদলে একটা জনমত গঠন করার কথা ভাবি তাহলে কেমন হয়? কোন পশুকে আমরা যখন গৃহে পালন করি সে তখন আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে ওঠে। এই পারিবারিক সদস্যকে খাদ্যের জন্য হত্যা করা কোন সুস্থ মানবিক আচরণ নয়।

প্রজ্ঞালোক বিহারে প্রতিষ্ঠিত শ্রীলংকার বুদ্ধমূর্তি

সম্প্রতি বালী বেলুড় বৌদ্ধ বিহারের নবনির্মিত সভাগৃহে শ্বেত শুভ্র শান্ত সৌম্য, শোভিত একটি বুদ্ধ মূর্তি বিহার কমিটির সভাপতি শ্রী দিলীপ বড়ুয়া এবং শ্রীমতি সীমা বড়ুয়া সুদূর ঐতিহাসিক বুদ্ধের দেশ শ্রীলংকা ভ্রমণের প্রাক্কালে আনীত অতি যত্ন সহকারে, বিহারের সভাঘরে গত ১/২/২০১৭ ইং বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত করে বিহারের শোভা বর্দ্ধন করেছেন। দিলীপবাবু এ সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন। উপস্থিত ভিক্ষু সংঘদ্বারা প্রাত্যহিক আরাধনা যোগ্য করার তাগিদে পবিত্র সুত্ত পাঠের মাধ্যমে বুদ্ধমূর্তি বিন্যাস করা হয়। পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ উক্ত পরিবারের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে পুণ্যদান দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা অপানাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

সারা বাংলা বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপনী পরিষদের আহ্বানে পালিত হল ২৫৬১-তম বুদ্ধ জয়ন্তী

কলকাতা, ১১ই মে রানী রাসমনি রোডে মহাসমারোহে পালিত হল ২৫৬১-তম বুদ্ধ জয়ন্তী। এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিনবঙ্গের সকল জেলার বৌদ্ধরা যোগদান করেছিলেন। অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলার জন্য জেলার থেকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয়।

এই দিনের অনুষ্ঠান দুই পর্বে করা হয়। প্রথম পর্বে ছিল বুদ্ধ পূজা, শীল গ্রহণ, ভিক্ষু সংঘ সহ গণ্যমান্য অতিথিদের ভাষন। এই সভা চালনা করেন উদ্‌যাপনী পরিষদের সভাপতি এবং সঞ্চালক ছিলেন পরিষদের সম্পাদক ডঃ অরুণজ্যোতি ভিক্ষু। প্রথম পর্বে বক্তব্য রাখেন মৈত্রীপ্রিয় মহাথের, রতন জ্যোতি মহাথের, কীর্তি রতন মহাথের, সীবলী থের (মহাবোধি) বি. আর্য্যপাল ভিক্ষু, বরসম্বোধি মহাথের, বিনয়শ্রী মহাথের, সত্যানন্দ মহাথের, বিবেকানন্দ মহাথের, হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, সাংসদ ইদ্রিস আলি, মারিয়া ফার্নান্ডেজ, ডি রেবত থের, জয় দত্ত বড়ুয়া, অভিজিৎ চৌধুরী, বিকাশ বড়ুয়া, শ্যামলেন্দু বড়ুয়া, সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ইন্তাজ আলি শাহ, বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন—জয়ীতা বড়ুয়া, নৃত্য পরিবেশন করেন স্বপন গুরুং এবং মানবাহাদুর।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের প্রধান আকর্ষন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি। তিনিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে "বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি" ঘোষণা করেছিলেন। তিনিই রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানে এলেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে তাঁকে সাদরে বরণ করা হয় এবং প্রশংসা সহকারে স্মারকও প্রদান করা হয়। এই দিন তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—ধর্ম মানে মানবতা, হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়। মুখ্যমন্ত্রী গৌতম বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে আরও বলেন-তিনি রাজপরিবারেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিলাসী জীবন ত্যাগ করে তিনি মানব জীবনের শান্তি স্থাপনের পথকে বেছে নিয়েছিলেন। সাধনায় নির্বাণ পথের সন্ধান লাভ করে বলেছিলেন—এই পৃথিবীতে জড়া আছে, ব্যাধি আছে, আছে দারিদ্রতাও। দুঃখকে জয় করতে হবে। তাই তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেছিলেন। আজও আমরা গভীর ভাবে অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিয়ে চিন্তা করলে বুঝতে পারি তিনি কত বড় দার্শনিক ছিলেন। বুদ্ধদেব মনে করতেন—সব মানুষকে নিয়ে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাঁর মুখের প্রশান্তিতেই ফুটে ওঠে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির কথা। আজ বুদ্ধদেবের মত মানুষেরা বড়ই প্রয়োজন।

এই দিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে আয়োজকরা অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে যান। উদযাপন পরিষদের সম্পাদক বলেন—স্বাধীনতার ৭০ বছর পর এই প্রথম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক গুচ্ছ দাবি সনদ পেশ করা হয়। সেইগুলি হল— দমদম বিমান বন্দরের প্রবেশ পথে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন, ডঃ আম্বেদকর ও ডঃ বেনীমাধব বড়ুয়ার নামে কলকাতার দুইটি রাস্তার নামকরণ। বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, বৌদ্ধদের জন্য হোস্টেল স্থাপন করা এবং বিধান সভায় বৌদ্ধদের জন্য একটি আসন সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন যে, বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি উদ্‌যাপনী পরিষদের কর্মকর্তাদের প্রস্তাব দেন যে, প্রতি বছর এরূপ সমারোহসহ বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করা প্রয়োজন। এতে সমাজের বিশেষ উপকার হবে।

বিবিধ সংস্থার আয়োজিত ২৫৬১তম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব

 বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৫৬১ তম বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপন— ১০ই মে সকালে কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও All India Federation of Bengali Buddhist এর সহযোগিতায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে প্রায় ১৫০ জন রুগীকে ফল ও পথ্যাদি বিতরণ করা হয়। অতঃপর সকাল ১০টায় বিহারের প্রার্থনাকক্ষে বিশ্বশান্তির কামনায় বুদ্ধপূজা সহকারে সমবেত প্রার্থনা আয়োজিত হয়।

বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৪ই মে, বিকালে কেন্দ্রের সভাকক্ষে বার্ধক্য সম্পর্কিত একটি পরামর্শ শিবির (Counselling) পরিচালনা করেন Institute of Gerontology, Kolkata-র বিশেষজ্ঞ শ্রীমতি তানিয়া দাশগুপ্ত। অতঃপর এক আলোচনাসভায় মুখ্যবক্তা রূপে বক্তব্য রাখেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Buddhist Studies-এর অধ্যাপিকা ড. পিয়ালী চক্রবর্তী, সভায় পৌরহিত্য করেন কেন্দ্রের সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া।

 ২৫৬১ তম বুদ্ধজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হল বৌদ্ধ ধর্মাংকুর বিহারে

কলকাতা ১০ই মে, বৌদ্ধ ধর্মাংকুর বিহারে সারম্বরে উদযাপিত হল ২৫৬১-তম বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব। এই উপলক্ষ্যে ধর্মাংকুর সভার কৃপাশরণ হলে সকালে বুদ্ধ পূজা ও ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র পাঠ ও বিকালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রী পংকজ কুমার দত্ত। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ধর্মাংকুর সভার সম্পাদক শ্রী হেমেন্ত বিকাশ চৌধুরী। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ড. উপেন বিশ্বাস। প্রধান বক্তা তাঁর বক্তব্যের প্রথমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁর শুভানুধ্যায়ী ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের সহ অন্যান্য প্রাচীন ভিক্ষুগণকে। অতঃপর তিনি প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে উল্লেখ করেন বৃহত্তর বঙ্গের সীমানাসহ নানা স্থানে আবিস্কৃত বৌদ্ধ স্থাপত্যগুলির নাম ও ইতিহাস। তাঁর বর্ণনায় প্রধান্য পেয়েছে বগুড়া, মহাস্থানগড়, ঢাকার উয়ারী, চট্টগ্রাম, সুবর্ণরেখা নদীর তীরের মোগলমারী, চন্দ্রকেতুগড়, ও তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি। সভাপতি তার ভাষণে বলেন, রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহান ব্যক্তিরা বুদ্ধকেও মহান পুরুষ হিসাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেছেন। তিনি উদাহরণ সহকারে তাঁর বক্তব্যের গভীরতা উল্লেখ করেন। সভার শেষ পর্বে দেখানো হয় অভিষেক গাঙ্গুলীর পরিচালিত ও সম্পাদিত মোগলমারির প্রত্নতথ্য সম্পদের তথ্যচিত্র ''Pratna Ratna on Moghalmari'' এই তথ্যচিত্রটি উপস্থিত সকল দর্শক বৃন্দকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

 সল্টলেকে ২৫৬১ তম বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপন— বিগত ১০ই জুন ২০১৭ সল্টলেক—নিউটাউন অঞ্চলের বৌদ্ধ অধিবাসীদের সংস্থা **"তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির"** উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হল ২৫৬১তম বুদ্ধ জয়ন্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন অধ্যাপিকা ড. দুর্গা বসু, মুখ্য ধর্মলোচক শ্রীমৎ বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির, বিশেষ অতিথি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য অধ্যাপক (ড.) সুভাষ চন্দ্র সাহা এবং সভাপতিত্ব করেন ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কবি-প্রাবন্ধিক শ্রী অরূপ রতন চৌধুরী, সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি মেরি বড়ুয়া, শ্রীমতি তনুশ্রী বড়ুয়া এবং শ্রীমতি দেবলীনা সেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সোসাইটির সম্পাদক শ্রী অনাদিরঞ্জন বড়ুয়া।

হাওড়ার জয়পুরে স্থাপিত বুদ্ধমূর্তির জীবন্যাস

বিগত ৭ই মে, হাওড়ার জয়পুর বিলস্থ "বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল ফেয়ার মিশনের" উদ্যোগে মহাসমারোহে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মিশন প্রাঙ্গনে স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গের সর্ব বৃহৎ বুদ্ধ মূর্তির জীবন্যাস করা হল। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহু ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতাস্থ বৌদ্ধ প্রধান রাষ্ট্রের কনস্যুলেট জেনারেলরাও। এই অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক সমাগম হয়।

বুদ্ধমূর্তির জীবন্যাস অনুষ্ঠানে এই দিন দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান করা হয় মহাযানী প্রথায়—মহাযানী ভিক্ষুদের পরিচালনায়। তারপর থেরবাদী ভিক্ষুরা থেরবাদী প্রথায় জীবন দান অনুষ্ঠান করেন।

"বুদ্ধ ইন্টার ন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার মিশনের" এই কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন স্থানীয় এম.এল.এ. তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জল ও সেচ প্রকল্প মন্ত্রী মাননীয় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকালে এই অনুষ্ঠানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন যে "বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল ফেয়ার মিশন"কে তিনি নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এই বিহারটি তাঁর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে অবস্থিত, কাজেই এখানকার উন্নতির জন্য তিনি আরও সচেষ্ট হবেন।

এই অনুষ্ঠানে ঘোষনা করা হয় যে, "বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার মিশন"-এর পরবর্তী কার্য্যক্রম হল বুদ্ধগয়ায় তাদের সেন্টারে একটি বিরাট আকারের শায়িত বুদ্ধ মূর্তি স্থাপন করা। এই কার্য্যক্রম উপলক্ষ্যে টালিগঞ্জের শ্রী আশিষ বড়ুয়া এক লক্ষ টাকার চেক সাধারণ সম্পাদক বি. আর্যপাল ভিক্ষুকে প্রদান করেন। উপস্থিত সকলে সাধুবাদের মাধ্যমে এই দান অনুমোদন করেন।

আলোক চিত্রে "ধম্মপদ—আ ভিসুয়াল জার্নি থ্রু বুদ্ধিজম"

আগামী ১৯শে আগষ্ট থেকে ৩১শে আগষ্ট গোলাপার্কস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের মিউজিয়াম গ্যালারীতে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী হবে যার বিষয়, 'ধম্মপদ—আ ভিসুয়াল জার্নি থ্রু বুদ্ধিজম' উপমহাদেশের দেশগুলিতে, অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের ছবি এ প্রদর্শনীতে থাকবে। প্রায় বারো বছর ধরে থেরবাদী ও মহাযান পন্থী বৌদ্ধদের নানা আচার সংস্কার উৎসব ঘুরে এ ছবিগুলো তোলা হয়েছে। লাদাখের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত গ্রাম অবধি এর বিস্তার। সঙ্গে থাকবে 'ধম্মপদ' থেকে গাথার উদ্ধৃতি। রবিবার বাদে প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত খোলা থাকবে প্রদর্শনী। রোজ চারটে এবং পাঁচটায় থাকবে স্লাইড শো। এছাড়া থাকবে ভিডিও। একক প্রদর্শনীর ফটোগ্রাফার হচ্ছেন পলাশ দাশগুপ্ত। তিনি পেশায় ফটোগ্রাফার এবং সিনেমাটোগ্রাফার। বর্তমানে দূরদর্শনে কর্মরত।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের "ধর্মগঙ্গায়" আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদি ধ্যান শিবিরের সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—
২৬শে জুলাই—৬ই আগস্ট, ২০১৭
৯ই—২০শে আগস্ট, ২০১৭
৬ই—১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭
২০শে সেপ্টেম্বর—১লা অক্টোবর, ২০১৭
৪ঠা অক্টোবর—১৫ই অক্টোবর, ২০১৭
২৫শে অক্টোবর—৫ই নভেম্বর, ২০১৭

সতিপঠ্ঠন ধ্যান শিবির—
২৫শে আগস্ট—২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

একদিনের ধ্যান শিবির—
৬ই আগস্ট, ২০১৭
২০শে আগস্ট, ২০১৭
৩রা সেপ্টেম্বর, ২০১৭
১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭
১লা অক্টোবর, ২০১৭
২২শে অক্টোবর, ২০১৭

শিশুদের একদিনে ধ্যান শিবির—
২০শে আগস্ট, ২০১৭
১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭
১লা অক্টোবর, ২০১৭

যোগাযোগ : ফোন ০৩৩-২৫৫৩২৮৫৫, ২২৩০৩৬৮৬, ২৩৩১১৩১৭ ; e-mail: info@ganga.dhamma.org

---

ভি.ভি.আই.পি. অশ্বত্থ বৃক্ষ

"একটি গাছ একটি প্রাণ" আর মধ্যপ্রদেশে আক্ষরিক অর্থেই একটি গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে এখন উঠে পড়ে লেগেছে শিবরাজ সিং চৌহানের সরকার। তার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে বছরে খরচ করা হচ্ছে ১২ লক্ষ টাকা।

মধ্যপ্রদেশের সাঁচি বৌদ্ধ স্তুপকে হেরিটেজের মর্যাদা দিয়েছে ইউনেস্কো। এই স্থানের কিছুটা দূরেই পাহাড়ঘেরা ছোট্ট জনপদ সালমাতপুর। বছর পাঁচেক আগে ভারত সফরে এসে সেখানে একটি অশ্বত্থ গাছের চারা পুঁতেছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মাহিন্দ্রা রাজাপাকসে। শ্রীলঙ্কা থেকেই ওই অশ্বত্থ বৃক্ষের চারাটি নিয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রকৃতির নিয়মে সেই চারা গাছটি এখন একটি পূর্ণবয়স্ক গাছে পরিণত হয়েছে। আর সেই গাছটি এখন ভি.ভি.আই.পি. ট্রি-র মর্যাদা পেয়েছে।

এলাকায় মহকুমাশাসক জানিয়েছেন, এই অশ্বত্থ গাছ ও লাগোয়া এলাকাটিকে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই এলাকায় বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র গড়ে তোলার কাজ চলছে।

প্রসঙ্গত বৌদ্ধদের কাছে এই অশ্বত্থ গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। সাঁচির মহাবোধি সোসাইটির সদস্য ভদন্ত চন্দারতন জানিয়েছেন, বহু বছর আগে যে বোধি বৃক্ষের নীচে বসে তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ, ভারত থেকে সেই বোধিবৃক্ষের শাখা শ্রীলংকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সম্রাট অশোক পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা কর্তৃক। এবং এই শাখাটি অনুরাধাপুরে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

ভারতে নাগরিকত্ব পেতে চলেছেন চাকমা ও হাজং শরনার্থীরা

নয়াদিল্লী ১৯শে মে, চাকমা এবং হাজং শরনার্থীরা ভারতের নাগরিকত্ব পেতে চলেছেন। অরুণাচল প্রদেশে প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই দুইটি জনজাতি গোষ্ঠীর বাস। এরা তফশিলি উপজাতি হিসাবেই রাজ্যে নাগরিকত্ব এবং জমিসত্ত্ব পাবেন।

চাকমারা মূলত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা রাঙামাটি, বান্দোরবন ও খাগড়াছরি এবং হাজংরা রাজশাহী জেলায় বসবাস করতেন। ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের "কাপতাই বাঁধ" নির্মানের সময়ে তাঁদের আনেকের জমি অধিগ্রহণ করলে চাকমাদের একটি অংশ ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। চাকমারা হলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অন্য দিকে হাজংরা হিন্দু হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে জাতিগত নিগ্রহের শিকার হয়ে ভারতে চলে আসেন।

সংবিধান অনুসারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এদের নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকার তাদের আপত্তি জানায়। মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য সরকার তাদের আপত্তিতে জানায় যে, এঁরা রাজ্যের আদিম জনজাতিগোষ্ঠির অন্তভুক্ত নয়। তাই তাঁদের নাগরিকত্ব দিলে রাজ্যের আদিম জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন।

১৯৯০ সাল থেকে অল অরুণাচল প্রদেশ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আপসু)র তরফে এই আন্দোলন শুরু হয়। তখন কেন্দ্রের তরফে চাকমা ও হাজংদের "ইনার লাইন পারমিট" প্রদান করা হয়। যার ফলে তাঁরা ভ্রমন ও কাজের অধিকার পেলেও জমির সত্ত্ব পাননি।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী ১৯৬৪-৬৯ তে এই শরণার্থীরা ভারতে আসেন এবং এদের সংখ্যা বর্তমানে এক লক্ষ। এত দিন তাঁরা নাগরিকত্ব ও জমির সত্ত্ব না পেলেও রাজ্য সরকারের তরফে প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল।

স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী কিরণ রিজিজু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর পৌরহিত্যে আয়োজিত উত্তর-পূর্ব-বৈঠকে এই নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি তোলেন। ২০১৫ সালে সুপ্রিকোর্ট তিনমাসের মধ্যে এই শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রকে সময়সীমা বেঁধে দেয়। অরুণাচল সরকারের তরফে শীর্ষ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল জানালেও তা মান্যতা পায়নি। পরবর্তীতে কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে এই বিষয় আলোচনা শুরু হয়েছে এবং এই দুই শ্রেণীর লোকেদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমনের অক্সফোর্ড ফেলোশিপ প্রদান

ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণ এবং পাহাড়ি পরিবেশ ও সংস্কৃতি সুরক্ষাকর্মী গেলওয়াং দ্রুপকাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য দ্রুপকা ২০১২ সালে প্রথম অক্সফোর্ডের উলফসন কলেজে তিব্বত এবং হিমালয় পর্বতাঞ্চলের সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন। বিশ্বের আগ্রহী গবেষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের জন্য তিনি যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উলফসন কলেজ ২০১৫ সালে "গেলওয়াং দ্রুপকা স্কলারশিপ" চালু করে। হিমালয় সংস্কৃতি সুরক্ষায় তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তাঁকে ফেলোশিপ দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

বাংলাদেশে চাকমাদের উপর হামলায় উত্তাল ত্রিপুরা

বাংলাদেশে মৌলবাদ উচ্ছেদে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে শেখ হাসিনার সরকার। তবুও ক্রমাগত হামলার শিকার হচ্ছে সে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সম্প্রতি নজিরবিহীন ভাবে ধর্মীয় উন্মাদনার শিকার হয়েছে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মবলম্বী চাকমা সম্প্রদায়। গত ২রা জুন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি জেলার একটি গ্রামে হামলা চালিয়ে মৌলবাদীরা হত্যা করে ৭ জন গ্রামবাসীকে। শুধু তাই নয় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তিনশোরও বেশি বাড়িতে। ওই হামলায় আহত হয়েছেন বহু মানুষ। হামলাকারীদের থেকে রেহাই পায়নি বৃদ্ধ ও শিশুরাও।

এই নারকীয় হত্যালীলার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল এপারের ত্রিপুরা রাজ্য। গত ৮ই জুন এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় ত্রিপুরা শাখার "চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া"। এই সংগঠনের কয়েকশত সদস্য এদিন আগরতলার রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন। এদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে এক বিক্ষোভ মিছিল। বাংলদেশ ভিসা আফিসের সামনেও বিক্ষোভ দেখায় এই প্রতিবাদীরা। অতঃপর তারা বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে একটি প্রতিবাদ পত্র পেশ করেন। ওই প্রতিবাদ পত্রে বাংলাদেশের বৌদ্ধ, হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। এই প্রতিবাদ পত্রের মাধ্যমে দাবী করা হয়েছে ২রা জুনের ঘটনায় আহত ও মৃতদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও ১৯৯৭ সালের বাংলাদেশ ও চাকমাদের মধ্যেকার শান্তিচুক্তি অবিলম্বে কার্যকর করার।

সাহারানপুরের ঘটনায় গ্রেফতার হল দলিতনেতা

সাহারান পুর ৮ই জুন, হামলাকারীদের নয়, উলটে আক্রান্তদেরই কাঠগড়ায় তুলল পুলিশ। উত্তর প্রদেশের দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনা একাধিকবার খবরের শিরোনামে এসেছে। উচ্চবর্ণের লোকদের হাতে উত্তর প্রদেশে প্রায়শই দলিতদের নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে। উল্লেখ্য গত৫ই মে, সাহারানপুরে ঠাকুরদের সঙ্গে দলিতদের সংঘর্ষে সাব্বিরপুরে দলিতদের ১২টির বেশি বাড়ি ও দোকান পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ঠাকুরদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয় এবং ১৬ জন আহত হন। ঘটনার প্রতিবাদে সেখানে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় দলিতরা। ২৩শে মে দলিত নেত্রী মায়াবতী ক্ষতিগ্রস্থ দলিতদের অবস্থা দেখতে সাব্বিরপুরে যান। এই সময়ে এক দলিত কিশোরের সেখানে মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লির যন্তরমন্তরে প্রতিবাদে ধরনায় বসে দলিতরা। ধরনায় নেতৃত্ব দেন ভিমসেনার প্রধান নেতা চন্দ্রশেখর। সেখানে তাঁর দীপ্ত ভাষনে উদ্দীপ্ত করে দলিতদের। সেখানে তিনি বলেন—"আমরা দুর্বল নই। যারা আমাদের দমাতে আসবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করব।" তাঁর এই লড়াকু ভাষণ দলিত আন্দোলনকে আরও জোরদার করে। দলিতদের আত্মমর্যাদার চেতনাবোধ আরও দৃঢ় হয়। দলিতদের নিয়ে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি। উল্লেখ্য দলিতদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন বাড়িয়ে তুলতে ২০১৫ সালে সাহারানপুরে তৈরি হয়েছিল ভীমসেনা বা ভীম আর্মি। দলিতদের এই মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনকে ভেঙে দিতে লড়াই-এর প্রধান মুখ চন্দ্রশেখরকেই গ্রেফতার করল উত্তর প্রদেশের পুলিশ হিমাচল প্রদেশের ডালহাউসি থেকে।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

ভদন্ত ডঃ ধর্মবিরিয়ো

অখিল ভারতীয় ভিক্ষু সংঘের মহাসংঘনায়ক, ভারতীয় রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য, চট্টোগ্রামের পটিয়ার কর্তালা গ্রামের প্রয়াত প্রিয়নাথ চৌধুরী ও প্রয়াত শেফালিকা চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র ডঃ বিরিয়ো মহাথেরোর ৭ই জুলাই ভোর ৭টা ৪০ মিনিটে নতুন দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউটে AIMS শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (অনিচ্ছারত সংখ্যারা)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

স্বীয় প্রতিভায় বিশ্ব বৌদ্ধ জগতে ভদত ডঃ ধর্মবিরিয়ো আপন কর্ম ও সাধনার যে অমর কীর্তি স্থাপন করেছেন তা কালজয়ী স্তম্ভরূপে চির উজ্জ্বল থাকবে। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯২৮ সালের ২রা অক্টোবরে বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশ মায়ানমারে। তাঁর পিতা ছিলেন মায়ানমারের স্টেশন মাস্টার। তাঁদের তৃতীয় সন্তান দিনেশ। ছোটবেলা থেকে অসাধারণ মেধা ও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রিয়নাথ বাবু মায়ানমার থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন সপরিবারে। তিনি নিজগ্রামে প্রাইমারীর স্কুল প্রতিষ্ঠায় আংশিক জমিদান করেন ও "বংশদীপ" তোরণ নির্মাণ করেন।

পরবর্ততীকালে দিনেশ চৌধুরী ভারতে অবস্থানকালে সাংঘিক জীবনের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন। নাম হল তাঁর "ধর্মবিরিয়ো"। তিনি তদানীন্তন বিশ্ব খ্যাত মনীষীদের সান্নিধ্য লাভ করেন তাদের মধ্যে পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন, ডঃ জগদীশ কাশ্যপ, বাবা সাহেব বি. আর. আম্বেদকর এবং ডঃ আর. এল. সোনি অন্যতম।

ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের আদর্শে অনুপ্রারিত হয়ে তিনি মানবকল্যাণে ব্রতী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য ১৯৭৫ সালে বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের ধর্মদূত কমিটির চেয়ার ম্যান হন। উক্ত সালেই দার্জিলিং-এ প্রতিষ্ঠা করেন কৃপাশরণ বুড্ডিষ্ট মিশন ও অনাথাশ্রম। ১৯৭৭ সালে সিকিমের চাকুংয়ে স্থাপন করলেন অতীশ দিপঙ্কর অনাথাশ্রম। ১৯৮২ সালে দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণায় নির্মাণ করেন কৃপাশরণ বাল ভবন। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের বিনাগুড়িতে স্থাপন করেন অনাথাশ্রম। তাঁর পরিচালনাধীন অনাথালয়ের আওতাধীন শিক্ষার মধ্যে সীমিত না থেকে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে "আমেরিকান জেন বুদ্ধিষ্ট কলেজ" কর্তৃপক্ষ তাঁকে ত্রিপিটক মাস্টার উপাধি প্রদান করেন। তিনি লক্ষ্ণৌর ডক্টর আম্বেদকরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরিচালনা কমিটির সদস্য হন, নালন্দা মহাবিহার পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভারত সরকার কর্তৃক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য গঠিত ন্যাশনাল কমিশনের 'দুবার' সদস্য হন। ০৫/১১/১৯৯০ থেকে ১৮/০৫/১৯৯৬। তিনি পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রালয়ের প্রথম বড়ুয়া মগ চেয়ারম্যান হয়েছিলেন (Trifed)।

নিউদিল্লি জগৎজ্যোতি বৌদ্ধ বিহারের রূপকার, বহু মন্দির প্রতিষ্ঠানের জনক, সর্বভারতীয় ভিক্ষুসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সংঘনায়ক ডঃ ধর্মবিরিয়ো দেশ বিদেশে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, 'ভারতজ্যোতি', 'বিজয়রত্ন', 'বিজয়শ্রী' প্রভৃতি।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয়কারী। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আসানউল্লহ মানি- "পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ" চলচ্চিত্র তৈরিতে তাকে উপদেষ্টা করেন।

তিনি নিজ গ্রামে সদ্ধর্মালংকার বিহারে বংশদীপ তোরণ, বংশদীপ স্মৃতি মন্দির, বংশদীপ ভিক্ষু নির্বাস নির্মাণ করেন। ২০০৮ সালে কর্তালা-বেলখাইন বিহার তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করে। ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম City Corporation Meyor মহিউদ্দিন চৌধুরী, ডঃ ধর্মবিরিয়ো মহাথেরোকে নাগরিক সংবর্ধনা দেন।

২০১৬ সালে তিনি ধর্মচেতনা যাত্রা সারানাথ থেকে শুরু করেন। ভারতের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে তাঁর সূচনা করেন।

৭.৭.১৭ থেকে ১৩.৭.১৯ পর্যন্ত তাঁর মরদেহ জগৎজ্যোতি বৌদ্ধ বিহারে বিভিন্ন দেশ বিদেশের ভিক্ষু, উপাসক, উপাসিকা, সাধারণ মানুষ সম্মান জানায়। ভারত সরকারের বিভিন্ন সাংসদ, মন্ত্রী তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

১৩.৭.১৭ নিজামুদ্দিন মহাশ্মশানে তাঁর অন্তষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁর মহাপ্রয়াণে ভারত সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শ্রী অমিত শাহ, রাষ্ট্রীয় মহাসচিব অরুণ সিংহ, উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোকবার্তা পাঠান।

পরিশেষে আন্তর্জতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধমনীষী ও বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী গরীবের সেবায় নিয়োজিত বৌদ্ধ সাসনের প্রসারে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণকারী ভদন্ত ডঃ ধর্মবিরিয়ো মহাথেরোকে বন্দনা করে শেষ করছি।

প্রতিবেদক—শ্রী মনোজ কুমার বড়ুয়া, টালিগঞ্জ

মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও সাধনানন্দ (বনভন্তে)-এর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা

বিগত ২০শে নভেম্বর ২০১৬ ইং বেলুড় প্রজ্ঞালোক বিহারে বালি-বেলুড় বৌদ্ধ সমিতির সদস্য শ্রীতাপস কান্তি চৌধুরীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে) মহোদয়গণের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। উল্লেখ্য যে শ্রী তাপস কান্তি চৌধুরী (রাজু) ২০১১ ইং সালে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জাহাজে কর্মরত অবস্থায় এক গভীর রাত্রে বনভন্তেকে স্বপ্নে দেখেন। তখন থেকে শ্রী চৌধুরী মনে মনে সঙ্কল্প করেন তাদের বিহারে বনভন্তের আবক্ষ মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করবেন। তার এই মনোবাসনা ছুটিতে বাড়িতে আসলে প্রথমে স্বপ্নের কথা তাঁর মা বাবাকে বলেন এবং ভন্তের আবক্ষ মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করবেন এই কথাও বলেন। অতঃপর একদিন বিহারের কর্মসমিতির কার্যকরী সভায় তার মনোবাসনা মায়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করন। কর্মসমিতির সকল সদস্য সদস্যাগণ একবাক্যে তাঁর মায়ের দেওয়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। তবে শুধু বনভন্তের আবক্ষ মূর্তি কেন, এর সঙ্গে যার নামে বিহারের নামকরণ করা হয়েছে সেই পণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের আবক্ষ মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করা হোক—এই প্রস্তাবও ঐ সভাতে পেশ করা হলে তাও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর উত্তর চব্বিশ পরগণার শ্যামনগর ফিডার রোডস্থ "অমলা শিল্পালয়ের" ভাস্কর শ্রী সুরজিত পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং তাঁকে মূর্তি দুটি তৈরি করার অর্ডার দেওয়া হয়। সুরজিত পাঠাক মহাশয় অতি যত্ন সহকারে মূর্তি দুটি তৈরি করেন। মূর্তি দু'টি উন্নতমানের ফাইবার দিয়ে তৈরি করা হয় এবং প্রজ্ঞালোক বিহারে স্থাপিত করা হয়।

উপরোল্লিখিত তারিখে শ্রী তাপস কান্তি চৌধুরীর পরিবারস্থ যথাক্রমে- পিতা শ্রী তড়িৎকান্তি চৌধুরী, মাতা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী সহ সকলে মিলে উপস্থিত ভদন্ত বিনয়শ্রী মহাথের, ভদন্ত ধর্মরত্ন থের, ভদন্ত নন্দপাল ভিক্ষু, ভদন্ত জিনপাল ভিক্ষু, ভদন্ত জিনরত্ন থের, ভদন্ত বনশ্রী ভিক্ষু, ভদন্ত করুণাপাল ভিক্ষু প্রমুখ এবং দু'জন শ্রমণকে নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠা পুন্যানুষ্ঠানের কাজ সম্পাদিত হয়। শুধু তাই নয়, প্রজ্ঞালোক বিহারের উপাসক উপাসিকাগণ তথা পরিচালকবর্গ পুণ্যানুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। মূর্তিগুলো তৈরির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন স্বয়ং শ্রী তাপস কান্তি চৌধুরী এবং তাঁর পরিবারবর্গ। উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘ উক্ত পরিবারের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বুদ্ধবচন পাঠ করেন। এরপর পরলোকগত জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে পুন্যাদান দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। **পাত্রী :** বয়স ৩৮+, শিক্ষাগত যোগ্যতা : B.Sc & MCA, উচ্চতা ৬ ফুট, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830836385।

২। **পাত্রী :** সুশ্রী, M.Sc. পাশ, উচ্চতা- ′ ″ বয়স-২৬, সোদপুর নিবাসী। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কের এ্যাসি. ম্যানেজার, যোগযোগ : 9433856958 / 8017657511।

৩। **পাত্র :** বয়স : ৩৩, কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষাগত যোগ্যতা : MSC, Ph.D, উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9433573344, নিউব্যারাকপুর।

৪। **পাত্রী :** বয়স : ২৮ বৎসর, Osmania University-র MBA এবং TATA সংস্থায় কর্মরতা, সুশ্রী, হায়দরাবাদ নিবাসী। যোগাযোগ : 07416134200

৫। **পাত্র :** স্নাতক, বয়স-২৭, পিতা- অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, বাসস্থান- শিলিগুড়ি, পেশা- চাকরী (বেসরকারী), মাসিক আয়- ২৫ হাজার টাকা। যোগাযোগ : 98327-96665, 96743-84781।

৬। পাত্র : স্নাতক, বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত (ইলেকট্রিসিয়ান), বয়স ৩২, শিক্ষা- H.S. নিবাস- বেনাচিতি, দুর্গাপুর, যোগাযোগ : 9614128195।

৭। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুপকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015

৮। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- ।

৯। **পাত্র :** ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, DVC-র জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830399341/8759017548।

১০। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।

১১। **পাত্র :** দিল্লী এয়ারপোর্টের ডেপুটি ম্যানেজার, বয়স ৩২, স্নাতক এবং এয়ারপোর্ট টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা, যোগাযোগ : 09163934609 ইমেল subrotobarua@hotmail.com।

১২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, বয়স- ৩৮ বৎসর, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8420340686।

১৩। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

১৪। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, এডভোকেট, বি.এ., এল.এল.বি. (অনার্স) বয়স-৩২, উচ্চতা- ইঞ্চি, প্রথম বিবাহের ৫ মাস পরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। যোগাযোগ : 033-243088056, 9830017916, 9748281589।

১৫। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

১৬। **পাত্র :** হাওড়া নিবাসী, Construction ব্যবসা, উচ্চ-মাধ্যমিক, বয়স-৩৫, উচ্চতা- ইঞ্চি, যোগাযোগ : 9051479751।

১৭। **পাত্রী :** বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

১৮। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

১৯। **পাত্র :** মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বয়স : ৩৩, ব্যবসায়ী। যোগাযোগ : 9007177808।

২০। **পাত্রী :** MA পাশ, বয়স-২৫, সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 9433800412।

২১। **পাত্র :** BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।

২২। **পাত্রী :** রামপুর (মহেশতলা) নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স- ২৪+, সুশ্রী, বি.এ., যোগাযোগ : 8981881225।

২৩। **পাত্রী :** ২২ বছর। উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চতা- , Deaf & Dumb, সুশ্রী। যোগাযোগ : 9874283561 / 8442909390।

২৪। **পাত্রী :** বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।

২৫। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

২৬। **পাত্রী :** মহেশতলা-নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স-২৪। MSc এবং IISER-Bhopal-এ গবেষণারত, যোগাযোগ : 8240369272 / 033-24909742।

২৭। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8902706047।

২৮। **পাত্রী :** দমদম নিবাসী, M.A., B.Ed., M.Ed., বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9830198441।

২৯। **পাত্রী :** টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।

৩০। **পাত্র :** ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি নিবাসী, বয়স-২৯, উচ্চতা- , শিক্ষা : M.Tech (IIT-Guwahati); বর্তমানে Sikkim Manipal University-র Asst. Projessor, যোগাযোগ : 9641327231

৩১। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, LIC-তে কর্মরত। বয়স-৩৯, সুশ্রী, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9051530515.

উত্তর দমদম পৌর সভার পার্কে দুষ্কৃতীরা ভাঙল বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তি

রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিরা ভাঙল নিমতা থানার অন্তর্গত উত্তর দমদম পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ড. বি. আর আম্বেদকর শিশু উদ্যানে স্থাপিত ডঃ আম্বেদকরের মূর্তি। ভাঙার পর ওই মূর্তি নিকটবর্তী রাস্তার ধারে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়। ২৯শে মে সকালে প্রাতঃভ্রমণকারীরা ওই পার্কে এসে দেখেন যে ভাঙা আম্বেদকরের মূর্তি ওই শিশু উদ্যান সংলগ্ন নালায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাই ফোন করে বিষয়টি জানান ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার বাসন্তী দে বিশ্বাসকে। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং খবর দেন নিমতা থানায়। নিমতা থানার পুলিশ এসে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, নিত্যদিন উত্তর দমদম অঞ্চলে বাড়ছে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম। এর আগেও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তিকে কালিমা লিপ্ত করা হয়েছিল। সেই ঘটনার মাস কয়েক পর এই ঘটনা ঘটল। স্থানীয় দুস্কৃতীরাই এসব করছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

অন্যদিকে স্থানীয় কাউন্সিলার বাসন্তী দে বিশ্বাস বলেন যে, পুলিশকে গোটা ঘটনা জানিয়েছি এবং পুলিশও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে কথা দিয়েছে। কাউন্সিলারও বলেন যে, পুরসভার পক্ষে থেকে ওই মূর্তির সংস্কার সাধন করে আবার যথাস্থানে বসানো হবে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতায় মিছিল

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপকরণ অত্যাচার হচ্ছে সেখানে সংখ্যালঘুদের জীবন সংকটে। এই অভিযোগ জানিয়ে গত ১লা জুলাই বাংলদেশ হাইকমিশনারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। কলকাতার বিড়ালা তারামন্ডলের সামনে থেকে মিছিল করে বাংলাদেশ দূতাবাসে যান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থকেরা। বিশ্বহিন্দু পরিষদের মুখপাত্র সৌরিশ মুখোপাধ্যায় বলেন—"বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও চাকমাদের জীবন বিপন্ন। তাঁদের উপর লাগাতার অত্যাচার হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে। তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তিনি অভিযোগ জানিয়ে বলেন "সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বন্ধে বাংলাদেশ সরকার সেভাবে সক্রিয় হচ্ছে না। সেখানকার সরকার সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় যাতে দ্রুত উদ্যোগী হয় সেজন্যই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

এই মিছিলে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ও আদিবাসী পার্টির সভাপতি মিঠুন চৌধুরী বলেন— বাংলাদেশে বর্তমানে সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, তাতে হিন্দুদের সেখানে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। আমরা মরণপণ লড়াই করে টিকে আছি। প্রতিদিন হিন্দুরা ভারতে চলে আসছে।

"মৈত্রেয় বুদ্ধ" সরণী নামকরণ

বিগত ৫/১১/১৬ বেলুড় প্রজ্ঞালোক বিহার সংলগ্ন প্রধান সড়কটির নাম মাননীয় শ্রী রাজীব ব্যানার্জী (সেচ ও জলসম্পদ বিহাগের মন্ত্রী) মহোদয়ের সম্মতিক্রম "মৈত্রেয় বুদ্ধ" সরণী নাম করণ করে তাঁর করকমল দ্বারা ক্ষোদিত শিলাখন্ডটি আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী পরিবেষ্টিত হয়ে আনন্দোচ্ছাসের মধ্যে উদ্বোধিত হয়েছে। সংগঠনের অনেক চেষ্টার মধ্যে এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি শুভ প্রয়াস।

অনিচ্ছা বাতা সংকারা

বিগত ২০শে জুলাই ২০১৭ (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা ৮.৩০ টা প্রয়াত হলেন প্রবীণ বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রীমৎ ধর্মবোধি মহাস্থবির। তিনি রিষড়া বড়ুয়া পাড়ায় অবস্থানরত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৯৮ বৎসর। ১৯৮৬ সালে তিনি ভিক্ষু জীবনে প্রবেশ করেন। সদালাপী এবং মৃদুভাষী এই প্রবীন ভিক্ষু ছিলেন রিষড়াস্থ বৌদ্ধ জনগণের পরম আপনজন। সংগঠনের পক্ষে প্রয়াত ভিক্ষুর প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছি।

পণ্ডিত ধর্মাধার সোসাইটির উদ্যোগে "ধর্মপদ"-এর উপর আটদিনের কর্মশালা

বিগত ২৩শে জুলাই মধ্যকলকাতাস্থ ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনে শুরু হল আটদিন ব্যাপী ধর্মপদের উপর এক কর্মশালা। এই কর্মশালার আয়োজক "পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি"। ২৩শে জুলাই থেকে শুরু হয়ে ১৯শে আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মশালাটি প্রতি শনিবার এবং রবিবার বিকেল ৩.৩০—৫.৩০ পর্যন্ত চলবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধান ড. শাশ্বতী মুৎসুদ্দী, প্রধান বক্তা শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির এবং সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া। এই কর্মশালায় বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী এবং প্রবীণ সাঙ্গিক ব্যক্তিত্বগণ। উদ্যোগটি পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত(জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "Buddha Gaya Temple Management Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, এবং Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রত্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

সংবাদ এক নজরে

 তাওয়াং মঠে চুরি, লামার জামাই ধৃত ঃ গুয়াহাটি, ৫ই জুন, তাওয়াং মঠের প্রধান লামার ঘর থেকে ৯০০ বছরের পুরানো "পেমা লিংপার" মূর্তি চুরি করেছিল তাঁর প্রাক্তন জামাতা। ৪ দিনের মধ্যে মূর্তিসহ তাকে ধরল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম শাখা। গ্রেফতার করা হয় ওই জামাতার এক বান্ধবীকেও। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে ভুটানি নিংগমা শাখার পাঁচ রত্নাকর রাজার প্রধান ছিলেন পেমা লিংপা। তাওয়াং মঠের প্রধান সন্ন্যাসীর ঘরে রাখা ছিল দ্বাদশ শতকের তৈরি পোম লিংপার এই মূর্তিটি। পুলিশ জানায় গত ৩১শে মে রাতে মূর্তিটি চুরি যায় মনপা উপজাতির কাছে ওই মূর্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

দিল্লি পুলিশ গত ৫ই জুন খবর পায় এক তিব্বতী দম্পতি পুরানো মূর্তি বিক্রির চেষ্টা করছে। খবর পেয়ে ৫ই জুন সকালে মূর্তিসহ ধরা হয় গাওয়াং সুন্দুই ও তার প্রেমিকা লবসাং গাকেকে। দিল্লি পুলিশের অপরাধ শাখার ডি.সি. মধুর বর্মা জানান, তিব্বতের বাসিন্দা গাওয়াং ২০০৯ সালে ভারতের ধর্মশালায় এসেছিলেন। সেখানে তাওয়াংয়ের প্রধান লামার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। এই সময়ে সে জানতে পারে যে প্রধান লামার ঘরে ছোট্ট সোনালি মূর্তিটি ৯০০ বছরের প্রাচীন ও মূল্যবান। প্রধান লামার মেয়ের বিবাহবিচ্ছেদ হলেও মূর্তি হাতানোর সুযোগ খুঁজছিল গাওয়াং। বর্তমান প্রেমিকা গাকের সঙ্গে চুরির ছক কষে সে। চুরির ১৫ দিন আগে তাওয়াং পৌঁছায় দুই জনে। ৩১শে মে প্রধান লামার ঘরের দরজা ভেঙে মূর্তি চুরি করে পালায়। পুলিশ জানায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় দেড় কোটি টাকায় মূর্তিটি বিক্রির পরিকল্পনা ছিল তাদের।

 বৌদ্ধ তীর্থ দর্শনের ব্যবস্থা ঃ মহেশতলা নিবাসী শ্রীনিরুপম চৌধুরী এবং শ্রী রাজেস বড়ুয়ার উদ্যোগে আগামী ৭ই থেকে ১৮ই অক্টোবর ২০১৭, উত্তর ভারতের সমগ্র বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্শনীয় স্থান সমূহ হল— বুদ্ধগয়া, রাজগীর, বৈশালি, কুশীনগর, সারানাথ প্রমুখ। ভ্রমনের খরচ জন প্রতি ৬০০০/ (ছয় হাজার টাকা)। যোগযোগ ঃ 9836290249 / 9831844116.

ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করলেন—
শ্রী তড়িৎ কান্তি চৌধুরী
শ্রী তাপস কান্তি চৌধুরী
ও
শ্রী তমাল কান্তি চৌধুরী
কুমিল্লাপাড়া বেলুড় হাওড়া

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত